Fortnightly, Ahmadi,
October, 1952.

Reg. No. D. A.—142

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্য্যায়
৫ম বর্ষ, ১৫-১৬ সংখ্যা

পূর্ব্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মুখপত্র।

অক্টোবর, ১৯৫২, ইং ; আশ্বিন, ১৩৫৯, বাং ; এখা, ১৩৩১, হিঃ সাঃ

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلي على رسوله الكريم و على عبده المسيح
الموعود خدا کے فضل و رحم کے ساتھ هوا الناصر

ইসলামে নবুওত

[সৈয়দ এজাজ আহমদ এইচ, এ,]

হজরত মির্জ্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) এর ইমাম মাহ্‌দী হইবার দাবীর বিরুদ্ধে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আপত্তি উপস্থিত করা হইয়া থাকে তাহা এই যে তিনি ইমাম বা মোজাদ্দেদ ছাড়াও নবুয়তের দাবী করিয়াছেন। কারণ তথাকথিত আলেমগণের মতে আঁ হজরত (সঃ) এর পরে আর কোন নবী বা রছুল আসিতে পারেন না। এই ভুল বিশ্বাস (টা) সর্ব্বসাধারণ মুসলমানের মধ্যে এত ব্যপ্ত ও বদ্ধকমূল হইয়া পড়িয়াছে যে হজরতের পরে আর কোন নবী আসিতে পারে এরূপ চিন্তা করিতেও তাহারা অনেকে শিহরিয়া উঠে, কিন্তু যাঁহারা যদি অন্ধ বিশ্বাসের অর্গল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া কোরাণ, হাদীস এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ইমামগণের গ্রন্থাবলী পাঠ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহাদের এইরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং মানব জাতীর প্রভূত ক্ষতিকারক।

দুনিয়াতে আর কখনও নবীর আবির্ভাব হইবে না, এইরূপ ধারণা নতুন নহে। পবিত্র কোরাণ বলিতেছে—ইতঃপূর্ব্বে ইউসুএ (আঃ) স্পষ্ট নিদর্শনাবলী সহ তোমাদের নিকট আসিয়াছিলেন, কিন্তু তোমরা সে বিষয়ে সন্দেহ করিতে বিরত থাক নাই এবং অবশেষে যখন তাঁহার মৃত্যু হইল, তোমরা বলিয়াছিলে যে তাঁহার পর আল্লাহতায়ালা আর কখনও কোনও রছুল পাঠাইবেন না। এইভাবে আল্লাহতায়ালা সীমালঙ্ঘনকারী সন্দিগ্ধ চিত্ত লোকদিগকে (এই প্রকার লোক্ কে ?) পথ ভ্রষ্ট করিয়া থাকেন।

ইহুদীদের মধ্যেও এইরূপ ধারণা সৃষ্টি হইয়াছিল যে হজরত মুসা (আঃ) পরে আর কোন নবী আসিবেন না। "ইহুদী জাতির সর্ব্ববাদি সম্মতমত এই ছিল যে মুসার পর কোন নবী নাই।" (মুসল্লামুস্‌সবুত নামক কিতাবের ১৭০ পৃঃ দ্রঃ)। এমনকি আঁ হজরত (সঃ) জমানায় জীন ও ইনসান উভয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ছিল যে, জগতে আর কোন নবী আসিবেন না। ('জীন' সম্প্রদায়ের নেতা আঁ হজরতের নিকট খোদার কালাম শুনার পর নিজ সম্প্রদায়ের ফিরিয়া গিয়া বলিতেছেন), "তোমাদের ন্যায় তাহারাও বিশ্বাস করিতেছে যে আল্লাহতায়ালা জগতে আর কোন নবী পাঠাইবেন না।" কিন্তু যুগে যুগে মানব সমাজের এইরূপ ভ্রান্ত ধারনা সত্ত্বেও আল্লাহতায়ালা জগতের হেদায়াতের জন্য বরাবর নবী ও রছুল পাঠাইতে বিরত থাকেন নাই।

আল্লাহতায়ালা "রাব্বুল আল্-আমিন", তিনি আমাদের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উভয় বিধ খাদ্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার সৃষ্টি করিয়াছেন। শুধু দৈহিক খাদ্যের বন্দোবস্ত করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, আমরা প্রতিদিন প্রতিনামাজে সুরা ফাতেহা পাঠ করিয়া আল্লাহর নিকট নিয়ামত ভিক্ষা করিয়া থাকি। ঐ নিয়ামত কি ? ইহা কি শুধু পার্থিব ? নিশ্চয়ই নয়, আল্লাহতায়ালা এই নিয়ামত সম্বন্ধে সুরাময়দার চতুর্থ রুকুতে বলিতেছেন—(যখন মুসা আঃ বলিয়াছিলেন) "হে আমার কাওম! তোমরা আল্লাহর এই নিয়ামত স্মরণ কর যাহা তিনি তোমাতের উপর নাজেল করিয়াছেন অর্থাৎ তিনি তোমাদিগকে নবুয়ত ও বাদশাহাত উভয়ই দান করিয়াছেন। উক্ত আয়েত-গুলির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে নবুয়ত আল্লাহতায়ালার শ্রেষ্ঠতম অনুগ্রহ এবং কোন ব্যতিক্রম না করিয়া এই অনুগ্রহ তিনি চিরকাল দান করিয়া আসিতেছেন। পরন্তু আল্লাহতায়ালা কোন জাতিকে একবার কোনও অনুগ্রহ বা পুরস্কার দান করিয়া সেই জাতি যতদিন নিজকে তাহার অযোগ্য সাব্যস্ত না করে ততদিন তাঁহাদের নিকট হইতে ইহা কাড়িয়া লন না। পবিত্র কোরাণে আল্লাহতায়ালা তাহাই বলিতেছেন—

এখন আমরা যদি নবুয়তের নিয়ামত হইতে চিরকালের জন্য বঞ্চিত হইয়া থাকি তবে আঁ হজরত (সঃ) এর উম্মতকে 'খয়রে উম্মতের' পরিবর্ত্তে শার্রে উম্মত অর্থাৎ অভিশপ্ত জাতি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। [৭ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

ওহাবী ধৃষ্টতা

[জিল্লুর রহমান]

তরজমানুল হাদীছের ৩য় বর্ষ ৭ম সংখ্যায় আহলে হাদীছ বা ওহাবী সম্প্রদায়ের বিখ্যাত আলেম মৌলানা আবদুলাহিল কাফী আল কোরায়শী সাহেব সম্পাদকীয় স্তম্ভে "কাদিয়ানী ফিতনা" শিরক প্রবন্ধে কতকগুলি এমন কথার অবতারণা করিয়াছেন যাহা আল কোরায়শী সাহেবের খ্যাতি ও মর্য্যাদার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহাতে তাঁহার অজ্ঞতা কিংবা ন্যায় নিষ্ঠার অভাবেরই পরিচয় প্রদান করে।

১। "রসুলুল্লার পর পয়গম্বরদের আগমণের ছিলছিলা জারী থাকিলে ধর্ম্মের পূর্ণাংগতা প্রাপ্তি, মুক্ত বুদ্ধির উদয় এবং সর্ব্বমানবীয় ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের বৈজ্ঞানিকতা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসমানগণ প্রাচীন গ্রন্থধারী আহলে কিতাবদের মত একটি মৃত ধর্ম্মিয় সমাজে পর্য্যাব্যসিত হইবেন।"

ইহার উত্তরে আমি আলকোরায়শী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে তিনি "ঈসা নবীউল্লার আগমণ বিশ্বাস করেন কি না?" তিনি যদি 'ইয়াতী নবী উল্লাহে ঈসা' ঈসা নবীউল্লা আসিবেন হাদিসের উক্তি বিশ্বাস করেন, এবং মুসলমানদের ইহাও একটি সর্ব্ববাদী সম্মত মত বলিয়া আলকোরায়শী সাহেবের জানা থাকিয়া থাকে তাহা হইলে উপরোক্ত উক্তি প্রকাশ করিয়া মৌলানা সাহেব নিশ্চয়ই সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। হজরত ঈসা নবীউল্লার আগমণে যদি ধর্ম্মের পূর্ণাংগতা প্রাপ্তি, মুক্ত বুদ্ধির অভ্যোদয় ও সর্ব্বমানবীয় ধর্ম্মের বৈজ্ঞানিকতা প্রত্যাখ্যাত না হয় কাদিয়ানী তথা আহমদিদের ঈসা নবীউল্লার আগমণ স্বীকার করাতে ধর্ম্মের পূর্ণাংগতা প্রাপ্তি, মুক্ত বুদ্ধির উদয়, সর্ব্ব মানবীয় ধর্ম্মের প্রত্যাখ্যাত হইল কিরূপে? আর যদি তিনি বলিতে চান হজরত ঈসা নবীউল্লা যখন আসিবেন তখন উম্মতি হইয়া আসিবেন। তাহা হইলে আমরা বলিব আহমদিগণও আগত ঈসা নবীউল্লাকে উম্মতি বলিয়াই বিশ্বাস করেন, নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক নবীউল্লাহ বলিয়া বিশ্বাস করেন না। আর বানী ইস্রায়েলী ঈসা আঃ এর মৃত্যু প্রমাণিত হইলেও তাঁ হজরত ছাঃ এর ভবিষ্যৎ বাণী বুখারী মুসলিম ইত্যাদি ছিহা ছিত্তার গ্রন্থাদিতে উল্লেখ হইয়াছে—'নবীউল্লাহ ঈসা আগমণ করিবেন' তাহা মিথ্যা হইয়া যাইবে না এবং এই রকম উম্মতি নবীর কথা ইসলামের বড় বড় ইমাম আওলিয়া ও আলেমগণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আলকোরায়শী সাহেবের জানা না থাকিলে আমরা বারান্তরে হজরত উম্মুল মোমেনীন আয়েশা ছিদ্দীকা রাঃ, হজরত মহিউদ্দিন ইবনে আরবি, হজরত মুল্লা আলকারী, হজরত শাহ্ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী, হজরত মৌলানা কাছেম নানুতবী, হজরত মৌলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী, হজরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী গরয়হুমের উক্তি মৌলানা সাহেবের খেদমতে পেশ করিব ইন্শাল্লা। আর যদি উপরোক্ত বুজরগানে দীনের উক্তি জানা থাকিয়া থাকে তাহা হইলে আলকোরায়শী সাহেবের উপরোক্ত মন্তব্যের তাৎপর্য্য কি? আর মৌলানা আলকোরায়শী সাহেবের জানা আছে কি না যে আঃ হজরত ছাঃ ভবিষ্যদ্বানী করিয়া গিয়াছেন যে এক সময় মুসলমানগণ হুবহু আহলে কিতাবদের মত মৃত ধর্ম্মিয় সমাজে পর্য্যব্যাসিত হইবে। যদি আঃ হজরত ছাঃ এই মর্ম্মের বহু ভবিষ্যদ্বানী করিয়া গিয়া থাকেন তাহা হইলে আল কোরায়শী মৌলানা সাহেবের আঁতকিয়া উঠার লাভ কি? মৌলানা সাহেব আঁতকিয়া উঠিলেই কি আঁঃ হজরত ছাঃ এর ভবিষ্যদ্বানী পূর্ণ হইবে না? মুসলমানগণ হুবহু আহলে কিতাবদের মত মৃত ধর্ম্মিয় সমাজে পর্য্যাবেসিত হইলে ও ইসলামের পূর্ণাংগতা প্রাপ্তি মুক্ত বুদ্ধির উদয় এবং সর্ব্বমানবীয় ধর্ম্মের অভ্যোদয়ের বৈজ্ঞানিকতা ব্যাহত হইবে না এবং উম্মতি নবীর আগমণেও ব্যাহত হইবে না। একটু বিশ্লেষন করিয়া দেখিলে আলকোরায়শী মৌলানা সাহেব নিজেও ইহা বুঝিতে পারিবেন।

২। 'কাদিয়ানী সাহেবান যে উদ্দেশ্যেই হউক বিশ্ব মুসলিমের এই সর্ব্বদল পরিগৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচারণ করিয়া একটি নূতন ধর্ম্মমত আবিষ্কার করিয়াছেন'। ইহার উত্তরে আমরা আলকোরায়শী সাহেবকে চেলেঞ্জ করিতেছি যে আমরা কাদিয়ানী বা আহমদিগণ কোন নূতন ধর্ম্ম আবিষ্কার করি নাই, আহমদি জমাতের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং বলিয়াছেন—

'মা মুসলমানেম আব ফজলে খোদা মুস্তাফা মারা ইমাম ও পেশওয়া'।

এক কদম দূরী আযাঁ আলী জনাব

নেজদে মা কুফরস্ত ও খুছরান ও তাবাব

অর্থাৎ 'আল্লার ফজলে আমরা মুসলমান, মোহাম্মদ মুস্তফা আমাদের পেশওয়া এবং ইমাম' 'আঁ হজরত ছাঃ হইতে এক কদম দূরে সরিয়া যাওয়াকে আমরা কুফ্র্ ক্ষতি ও ধ্বংসের কারণ মনে করি।' এই প্রকার শত শত উক্তি আহমদি জমাতের প্রতিষ্ঠাতার গ্রন্থাদি হইতে পেশ করা যাইতে পারে, পরন্তু আল কোরায়শী মৌলানা সাহেব তাঁহার এই উক্তির বিরুদ্ধে একটি অক্ষরও পেশ করিতে পারিবেন না। আর বিশ্ব মুসলিমের সর্ব্বদল পরিগৃহীত সিদ্ধান্তের যে কথা কোরায়শী মৌলানা সাহেব বলিয়াছেন তাহাও সত্য নহে বরং সত্য ইহার বিপরীত। বিশ্ব মুসলিমের সর্ব্বদল পরিগৃহীত সিদ্ধান্ত হজরত ঈসা নবীউল্লার আগমণ এবং উম্মতে মোহাম্মদীয়াতে উম্মতী নবীর আগমণ। মৌলানা আল কোরায়শী সাহেব যদি ঈসা নবীউল্লার আগমণ সত্যসত্যই বিশ্বাস না করেন তাহা হইলে ইহা প্রকাশ করা তাঁহার কর্ত্তব্য। আর বিশ্বাস না করিলেও বিশ্ব মুসলিমের সর্ব্বদল পরিগৃহীত মত ইহা যে ঈসা নবীউল্লার আগমণ হইবে। মুতা কাদ্দেমীন ও মুতা আখেরীন ওলামাদের ইহাই সর্ব্ববাদী সম্মত মত, ছিহা, ছিত্তাতেও ঈসা নবীউল্লার আগমণের উল্লেখ আছে। মৌলানা সাহেব একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে এই সর্ব্বদল পরিগৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ কথাকে সর্ব্বদল পরিগৃহীত বলিয়া চালাইতে সাহস করিতেন না।

৩। 'পৃথিবীর মুসলমানগণ উক্ত মীর্জ্জা সাহেবের নবুয়তকে বিশ্বাস করিতে পারে নাই বলিয়াই তাহারা তাহাদিগকে কাফের, বেশ্যার পুত্র, কুকুর ও অপবিত্র বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছে' ইত্যাদি। ইহার উত্তরে আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি ঈসা নবীউল্লা আগমণ করিলে যাহারা বিশ্বাস করিবে না, তাহাদের

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জগতের ভবিষ্যৎ

হজরত মোহাম্মদ ছাঃ এর বানী

১। "এমরান ইবনে হুসেন বলিতেন রসুলুল্লাহ ছাঃ বলিয়াছেন আমার উম্মতের মধ্যে আমার শতাব্দির লোকগুলি সবচেয়ে উৎকৃষ্ট; অতঃপর যাহারা তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইবে, এমরান বলিয়াছেন হজরত নিজের শতাব্দির পর কি আরও দুই শতাব্দির কথা অথবা তিন শতাব্দির কথা বলিয়াছেন আমি বলিতে পারি না, অতঃপর তোমাদের পরে এমন শতাব্দি আসিবে যে লোকে সাক্ষি না চাহিতেও সাক্ষি দিবে বিশ্বাসঘাতকতা করিবে বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে না, মানত মানিবে আদায় করিবে না, তাহাদের মধ্যে চর্ব্বি প্রকাশ হইবে।"

—বুখারী।

২। "আবু হুরাইরা বলিয়াছেন যে রসুলুল্লাহ ছাঃ বলিয়াছেন পারস্য রাজ্য কিছরা মরিয়াছে তাহার পর আর কিছরা নাই আর যখন (রোম রাজ) কায়জার মরিয়া যাইবে তাহার পর আর কায়জার হইবে না। যার হাতে আমার জীবন সেই আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি এই দুই রাজার ধন-ভাণ্ডারগুলি আল্লার পথে তোমরা খরচ করিবে।" —মুসলিম

৩. "মাআজ ইবনে জবল বলিয়াছেন রসুলুল্লাহ ছাঃ বলিয়াছেন বয়তুল মুকাদ্দাস আবাদ হইবার সময় মদীনা শ্রীহীন হইবে, মদীনা শ্রী হইবার সময় মহাযুদ্ধ হইবে মহাযুদ্ধ হইলে পর কুস্তনতুলিয়া বিজয় হইবে কুস্তনতুনিয়া বিজয় হইলে দাজ্জাল বাহির হইবে।" —মিশকাত

৪। "আবু হুরাইরা হইতে বর্ণিত হইয়াছে রসুলুল্লাহ ছাঃ বলিয়াছেন যে যতদিন পর্য্যন্ত মুসলমান তুর্কী জাতির সঙ্গে যুদ্ধ না করিবে, যাহাদের চেহারা ঢালের মত চেপ্টা, যাহারা পশমি কাপড় ও পশমি জুতা পরে ততদিন পর্য্যন্ত সেই নির্দ্ধারিত সময় আসিবে না।" —মুসলিম

৫। "ইবনে উমার হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রসুলুল্লাহ ছাঃ বলিয়াছেন, আমার উম্মত যখন অহংকারের চালে চলিবে, রাজপুত্রগণ—পারস্য রাজ ও রোম রাজপুত্রগণ তাহাদের সেবা করিবে তখন আল্লাহতায়ালা তাহাদের দুষ্ট লোকদিগকে শিষ্ট লোকদের উপর প্রবল করিয়া দিবে।" —তিরমিজি

৬। "হুজাইফা হইতে নোমান ইবনে বশীর বর্ণনা করিয়াছেন—রসুলুল্লাহ ছাঃ বলিয়াছেন যতদিন আল্লাহ চাহেন তোমাদের মধ্যে নবুয়ত থাকিবে, অতঃপর আল্লাহতায়ালা নবুয়ত উঠাইয়া নিবেন, তারপর যতদিন আল্লাহ চাহেন তোমাদের মধ্যে নবুয়তের প্রণালী মতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকিবে অতঃপর আল্লাহতায়ালা খেলাফত উঠাইয়া লইবেন, তারপর যতদিন আল্লাহতায়ালা চাহেন কর্ত্তনকারী রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হইবে, অতঃপর আল্লাহতায়ালা ইহাও উঠাইয়া লইবেন, তারপর যতদিন আল্লাহ চাহেন অত্যাচারী রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হইবে, অতঃপর ইহাও আল্লাহ উঠাইয়া লইবেন, তারপর নবুয়তের প্রণালীতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হইবে।" —মিশকাত

৭। "মুগিরা বলিয়াছেন রসুলুল্লাহ ছাঃকে বলিতে শুনিয়াছি আমার উম্মতের একদল সদাসর্ব্বদাই অন্য লোকদের উপর প্রবল থাকিবে এমন কি তাহারা প্রবল থাকিতে থাকিতেই আল্লার আদেশ আসিয়া পৌছিবে।"

—মুসলিম

৮। "জিয়াদ ইবনে হাদীর বলিয়াছেন আমাকে উমার রাঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইসলাম কে কিসে ধ্বংস করিবে তুমি কি জান? আমি বলিলাম জানি না তিনি বলিলেন, আলেমদের পদস্খলন, ধর্ম্মগ্রন্থ নিয়া মোনাফেকদের ঝগড়া করা এবং গোমরাহ নেতাদের শাসন কার্য্য।" —মিশকাত

৯। "আলী হইতে বর্ণিত হইয়াছে রসুলুল্লাহ ছাঃ বলিয়াছেন অচীরেই লোকের প্রতি এমন এক সময় আসিয়া পড়িবে যে নাম ছাড়া ইসলামের কিছুই বাকী থাকিবে না। রছম ছাড়া কোরাণের কিছুই বাকী থাকিবে না। মসজিদগুলি আবাদ হইবে কিন্তু উহাতে ধর্ম্মভাব থাকিবে না, তাহাদের আলেমগণ আকাশের নীচে সকল প্রাণী হইতে নিকৃষ্টতর হইবে, তাহাদের নিকট হইতে ঝগড়ার উৎপত্তি হইবে আবার তাহাদের মধ্যে ঝগড়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।" —মিশকাত

১০। "আবু ছাইদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে রসুলুল্লাহ ছাঃ বলিয়াছেন—তোমরা মাপ কাঠির মত পূর্ব্ববর্ত্তীগণের অনুসরণ করিবে তাহারা যদি গোসর্পের গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া থাকে তোমরাও প্রবেশ করিবে, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তাহারা কি ইহুদী ও খৃষ্টান? হজরত বলিলেন তবে আর কে?" —বুখারী

১১। "আবদুল্লাহ ইবনে উমার হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রসুলুল্লাহ ছাঃ বলিয়াছেন বনী ইস্রায়ীল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হইয়াছে, আর আমার উম্মত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হইবে, একটি দল ছাড়া সকল দলই দোজখে যাইবে, লোকে জিজ্ঞাসা করিল হে আল্লার রছুল সেইটা কোন দল? তিনি বলিলেন আমি এবং আমার আছহাবগণের অনুরোপ অবস্থায় যাহারা থাকিবে। তিরমিজি ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।" মাবিয়া হইতে অহমদ ও আবু দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন, বাহাত্তর দল দুজখে যাইবে আর একদল বেহেস্তে যাইবে সেইটা হইতেছে সংঘবদ্ধ দল।" —মিশকাত

১২। "ছা'দ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, একদিন রসুলুল্লাহ ছাঃ আলিয়া হইতে আসিলেন, যাইবার পথে বনী মাবিয়ার মসজিদে প্রবেশ করিয়া দুই রাকাত নামাজ পড়িলেন আমরাও হুজুরের সঙ্গে নামাজ পড়িলাম। আর আল্লার কাছে খুব লম্বা দোওয়া করিলেন, তারপর তিনি আমাদের দিকে ফিরিলেন এবং বলিলেন, আমার প্রভুর কাছে আমি তিনটা জিনিষ চাহিলাম তিনি আমাকে দুইটা দিয়াছেন আর একটা দেন নাই আমি আমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করিলাম আমার উম্মতকে দুর্ভিক্ষ দ্বারা ধ্বংস করিও না, তিনি আমাকে ইহা দান করিয়াছেন এবং আমি প্রার্থনা করিলাম আমার উম্মতকে ডুবাইয়া মারিও না তিনি ইহা মঞ্জুর করিয়াছেন এবং আমি প্রার্থনা করিলাম আমার উম্মত যেন পরস্পরে যুদ্ধ না করে তিনি আমার এই প্রার্থনা মঞ্জুর করেন নাই।" —মুসলি

১৩। আবু হুরাইয়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে রসুলুল্লাহ ছাঃ বলিয়াছেন শেষ যুগে এই রকম লোক সকল বাহির হইবে যাহারা ধর্ম্মকে দুনিয়ার সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিবে, যাহারা নম্রতায় মানুষের কাছে ছাগলের চামড়া পরিধান করিবে, তাহাদের কথাগুলি চিনি হইতেও মিষ্ট হইবে, তাহাদের হৃদয়গুলি ব্যাঘ্রের মত হিংস্র হইবে, আল্লাহ বলিয়াছেন তাহারা কি আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে? অথবা আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করিতে সাহস করে? আমি আমার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি আমি তাহাদের প্রতি এমন বিপদ পাঠাইব যে গম্ভীর প্রকৃতির লোকগুলিও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িবে। —তিরমিজি মিশকাত

১৪। "মাবিয়া একদিন খুতবা দিতে দাঁড়াইয়া বলিলেন তোমাদের আলেমগণ কোথায়? আমি রসুলুল্লাহ ছাঃকে বলিতে শুনিয়াছি সেই নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত আমার একদল উম্মত মানুষের উপর প্রবল থাকিবে তাহারা গ্রাহ্য করিবে না কে তাহাদিগকে অপদস্ত করিল বা কে তাহাদিগকে সাহায্য করিল।" —ইবনে মাজা

১৫। "জেয়াদ বিন লাবিদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রসুলুল্লাহ ছাঃ একদিন কোন বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলিলেন ইহা জ্ঞানের তিরোধানের সময় ঘটিবে, আমি বলিলাম হে আল্লার রছুল জ্ঞান কেমন করিয়া চলিয়া যাইবে আমরা কোরাণ পড়িতেছি আমাদের ছেলেদিগকে আমরা পড়াইব আর আমাদের ছেলেরা তাহাদের ছেলেদিগকে পড়াইবে এইভাবে কেয়ামত পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে। হজরত বলিলেন আরে জেয়াদ তুই মর। আমি'ত তোকে মদিনার মধ্যে সবচেয়ে বেশী বুদ্ধিমান বলিয়াই মনে করিতাম, এই যে ইহুদী ও খৃষ্টানগণ রহিয়াছে তাহারা কি তৌরাৎ ও ইঞ্জিল পড়িতেছে না, অথচ এই দুই গ্রন্থে কি আছে তাহারা কিছুই জানে না।" —ইবনে মাজা

১৬। ছৌবান হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রসুলুল্লাহ ছাঃ বলিয়াছেন আমার উম্মতের একদল সদাসর্ব্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সাহায্য প্রাপ্ত হইতে থাকিবে, যাহারা বিরুদ্ধাচরণ করিবে তাহারা তাহাদের কোনই অনিষ্ট করিতে পারিবে না। এমন কি আল্লার আদেশ আসিয়া উপস্থিত হইবে।" —ইব্নে মাজা

১৭। "আনাছ বলিয়াছেন নবী ছাঃ বলিয়াছেন সেই নির্দ্ধারিত সময়ের প্রথম সর্ত্ত, একটা আগুন মানুষকে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে নিয়া একত্র করিবে। —বুখারী

১৮। "আবু হুরাইরা হইতে বর্ণিত হইয়াছে নবী করিম ছঃ একদিন কথাবার্ত্তা বলিতেছেন এমন সময় একজন এরাবি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল সেই নির্দ্ধারিত সময় কখন আসিবে! হজরত বলিলেন যখন বিশ্বস্ততা নষ্ট হইবে তখন সেই নির্দ্ধারিত সময়ের অপেক্ষা করিও, সে বলিল কি করিয়া বিশ্বস্ততা নষ্ট হইবে, হজরত বলিলেন যখন শাষণ কার্য্য অনোপযুক্ত লোকের হাতে অর্পিত হইবে।" —বুখারী

১৯। "আনাছ ইবনে মালিক হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রসুলুল্লাহ ছাঃ বলিয়াছেন, জ্ঞান উঠিয়া যাওয়া, অজ্ঞতা প্রতিপাদিত হওয়া, মদ্যপান ও ব্যাভিচারের প্রাদুর্ভাব নির্দ্ধারিত সময়ের অন্যতম লক্ষন।" —মুসলিম

২০। আবু মুসা হইতে বর্ণিত হইয়াছে রসুলুল্লাহ ছাঃ বলিয়াছেন সেই নির্দ্ধারিত সময় আসিবার পূর্ব্বে এক জমানা আসিবে যখন জ্ঞান উঠিয়া যাইবে অজ্ঞতা অবতীর্ণ হইবে আর তখন বহু হত্যাকাণ্ড ঘটিবে। —মিশকাত

২১। "হুজায়ফা ইবনে য়ামান বলিয়াছেন, আল্লার কছম নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বে যে সমস্ত বিপদ ঘটিবে আমি তৎসম্বন্ধে অন্যের চেয়ে বেশী জানি। আর আমার সঙ্গে এই ব্যপার ছিল—আল্লার রসুল অন্যের সঙ্গে যাহা বলিতেন না তাহা আমার সঙ্গে গোপনে বলিতেন। কিন্তু রসুলুল্লাহ ছাঃ বিপদরাশী সম্বন্ধে এই কথাটা যে মজলিসের মধ্যে বলিয়াছিলেন সেখানে আমিও ছিলাম। আল্লার রসুল বিপদগুলি গনিতে গনিতে বলিয়াছেন তন্মধ্যে তিনটা বিপদ এই রকম হইবে যাহা প্রায় সব কিছুই ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। তন্মধ্যে কতকগুলি বিপদ শীতকালের বায়ু প্রবাহের মত—কোনটা ছোট কোনটা বড় হইবে। হুজায়ফা বলিয়াছেন সেই মজলিসের আমি ছাড়া সকলই চলিয়া গিয়াছেন।" —মিশকাত কিতাবুল ফিতান

২২। আবু হুরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রসুলুল্লাহ ছাঃ বলিয়াছেন সময়ের দূরত্বঃ কমিয়া যাইবে জ্ঞান অপহৃত হইবে বিপদরাশি প্রকটিত হইবে, কার্পন্য প্রবেশ করিবে প্রচুর হত্যাকাণ্ড ঘটিবে।" —মিশকাত

২৩। "আবু হুরাইরা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রসুলুল্লাহ ছাঃ বলিয়াছেন যার হাতে আমার জীবন তাঁর কছম খাইয়া বলিতেছি পৃথিবী শেষ হইবে না, এমন কি মানুষের প্রতি এমন এক সময় আসিবে যে হত্যাকারী জানিবে না কেন তাহাকে হত্য করিয়াছে এবং নিহত ব্যক্তিও জানিবে না কেন তাহাকে হত্যা করা হইয়াছে।"

২৪। "আনাছ হইতে বর্ণিত হইয়াছে রসুলুল্লাহ ছাঃ বলিয়াছেন—নির্দ্ধারিত সময় আসিবার পূর্ব্বেই সময়ের দুরত্ব কমিয়া যাইবে—বৎসর মাসের সমান হইবে, মাস সপ্তাহের সমান হইবে, সপ্তাহ দিবসের সমান হইবে, আর দিম ঘণ্টার সমান হইবে, আর ঘণ্টা শুকনা খড়ে আগুন দিলে যেমন হয় সেই রকম হইবে।"

২৫। "ইবনে আব্বাছ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, আবুবকর বলিয়াছিলেন হে আল্লার রসুল আপনিত বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, হজরত বলিলেন, হুদ, ওয়াকেয়া আলমুরছালাত আম্মাইয়াতাছা আলুন, ওয়াশ্বামুছ কুব্বিরাত আমাকে বৃদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে।" —তিরমিজি

২৬। "আবু হুরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে রসুলুল্লাহ ছাঃ বলিয়াছেন যখন বণ্টন যুগ্য ধন ধনিদের সম্পদে পরিণত হইবে, এবং গচ্ছিত ধনকে যুদ্ধে বিজীত ধনের মত মনে করা হইবে আর জাকাতকে বুঝা মনে করা হইবে এবং বিদ্যাশিক্ষা করা হইবে ধর্ম্মের জন্য নয়, এবং পুরুষ স্ত্রীর বাধ্য হইবে, মা'র সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিবে, বন্ধুকে নিকটবর্ত্তি করিবে, পিতাকে দূরে রাখিবে এবং মসজিদে সোরগোল হইবে। দুষ্ট ব্যক্তি বংশের নেতৃত্ব করিবে, নিকৃষ্টতম ব্যক্তি জাতির নেতা হইবে, অনিষ্ট করিতে পারে এই ভয়ে লোককে

সম্মান করা হইবে, গায়ীকা ও বাদ্যযন্ত্র প্রকাশ পাইবে, মদ্য পান করা হইবে, এই উম্মতের শেষ ভাগের লোক পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদের নিন্দা করিবে, তখন তোমরা রক্ত-বায়ু প্রবাহের, ভূমিকম্পনে ধ্বসিয়া যাওয়া, আকৃতির পরিবর্ত্তন, প্রস্তর নিক্ষেপ হইবার এবং এই রকম নিদর্শন সমূহের যাহা একটার পর অন্যটা এরূপ ভাবে প্রকাশিত হইতে থাকিবে যেন কোন হারের গ্রন্থি ছিড়িয়া গেলে দানাগুলি পড়িতে থাকে, অপেক্ষা করিও।"

২৭। "উমর ইবনে খাত্তাব হইতে বর্ণিত হইয়াছে, আমরা একদিন রসুলুল্লাহ ছাঃ এর নিকট বসিয়াছি এমন সময় ধবধবে সাদা পোষাক পরিহীত এবং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কেশ বিশিষ্ট এক ব্যক্তি যাহাকে আমাদের মধ্যে কেহই চিনি না আসিয়া উদিত হইল। .....রসুলুল্লাহ ছাঃকে সেই আগন্তুক বলিলেন নির্দ্ধারিত সময় সম্বন্ধে খবর দাও, হজরত বলিলেন জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকারী বইতে অধিক কিছু জানে না; আগন্তুক বলিল উহার লক্ষণগুলি সম্বন্ধে খবর দাও, হজরত বলিলেন দাসি তার প্রভুকে জন্ম দিবে, আর নগ্ন শীর নগ্ন পদ বিশিষ্ট ছাগ রক্ষকদিগকে সুদীর্ঘ সৌধ নির্ম্মাণ করিতে দেখিতে পাইবে, হজরত উমার বলিলেন অতঃপর সেই আগন্তুক চলিয়া গেল, হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন হে উমার এই প্রশ্নকারী কে কি চিন? আমি বলিলাম আল্লা ও তাঁর রসুলই ভাল চিনেন, হজরত বলিলেন ইনি জিব্রীল তোমাদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে আসিয়াছিল আর আবু হুরাইরা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যখন নগ্ন পা নগ্ন শীর, মুক, বধির লোকদিগকে দেশের রাজা হইতে দেখিতে পাইবে।"

২৮। মুস্তাওরিদ কারশী হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি উমার ইবনে আছকে বলিলেন যে রসুলুল্লাহ ছাঃকে বলিতে শুনিয়াছি সেই নির্দ্ধারিত সময় যখন আসিবে তখন খৃষ্টানগণের প্রাচুর্য্য হইবে, তখন উমার বলিলেন দেখ! কি বলিতেছ, আমি বলিলাম আল্লার রসুল হইতে যাহা শুনিয়াছি তাহাই বলিতেছি। তিনি বলিলেন যদি তুমি ইহাও বলিতে যে তাহাদের স্বভাবের মধ্যে চারিটি বৈশিষ্ট থাকিবে তাহারা বিপদে ধীর, তাহারা শীঘ্রই বিপদের পর সুস্থ হইয়া উঠে, তাহারা পিছনে হাটিয়া আসিয়া শীঘ্রই পুনঃ আক্রমণ করে তাহারা দরিদ্র অসহায় ও দুর্ব্বলদের প্রতি হীতকামি হইবে, পঞ্চম তাহারা সুন্দর সুশ্রী এবং রাজাদের অত্যাচার হইতে রক্ষাকারী হইবে।

২৯। "ছোবান হইতে বর্ণিত হইয়াছে রসুলুল্লাহ ছঃ বলিয়াছেন অচীরে জাতি সমূহ তোমাদের উপর পরস্পর ডাকাডাকি করিয়া আসিয়া পতিত হইবে যেমন নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ নিমন্ত্রণ খাইতে পরস্পর ডাকাডাকি করিয়া যায়, তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আমরা কি তখন খুব স্বল্প সংখ্যক থাকিব? হজরত বলিলেন না তোমরা সেই সময় অনেক থাকিবে কিন্তু তোমরা সেই সময় স্রোতের খড় কুটার মত হইয়া পড়িবে এবং তোমাদের শত্রুদের হৃদয়ে "ওহ্‌ন" প্রবেশ করিবে, একজন জিজ্ঞাসা করিল হে আল্লার রসুল "ওহ্‌ন" কি হজরত বলিলেন দুনিয়ার মহব্বত এবং মৃত্যুকে পছন্দ না করা।

৩০। "আবু হুরাইরা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রসুলুল্লাহ ছাঃ বলিয়াছেন অচীরেই এই রকম হইবে যে দাঁড়ান ব্যক্তির বিপদ হইতে বসিয়া থাকার ব্যক্তির বিপদ কম হইবে, এই বিপদে চলন্ত ব্যক্তির চেয়ে দাঁড়ান ব্যক্তির ভাল হইবে আর চলন্ত ব্যক্তির অবস্থা দ্রুতশীল অথবা চেষ্টাকারীর অবস্থার চেয়ে নিরাপদ হইবে, যে এই বিপদ দেখিতে যাইবে সে বিপদকে টানিয়া আনিবে, তখন যেখানে কোন আশ্রয় স্থল পাইবে সেইখানে আশ্রয় লইও। —মিশকাত

মুসলিমের বর্ণনা এইরূপ—নিদ্রিত ব্যক্তির অবস্থা জাগ্রত ব্যক্তি হইতে নিরাপদ, জাগ্রত ব্যক্তির অবস্থা দাঁড়ান ব্যক্তি হইতে নিরাপদ, আর দাঁড়ান ব্যক্তির অবস্থা চেষ্টাকারী বা দ্রুতশীল ব্যক্তি হইতে নিরাপদ হইবে, তখন যেখানে আশ্রয় পাও সেইখানে আশ্রয় গ্রহণ করিও। —মিশকাত [ক্রমশঃ]

ইনচার্জ্জ আহমদিয়া মুসলিম মিশনারী।

"খাতামান নবীঈন"
বাহির হইয়াছে

মৌলবী আবদুল হাফিজ সাহেব নায়েবে আমীর ই, পি, এ, এ, কর্ত্তৃক প্রণীত "খাতামান নবীঈন" নামক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পুস্তকে "খাতামান নবীঈন" আয়াতের ব্যাখ্যা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। পুস্তকখানি আড়াই শত পৃষ্ঠার উপর, ইহার মূল্য দুই টাকা। প্রথম ছয়মাস পর্য্যন্ত ১৷৷০ মূল্যে দেওয়া হইবে। যাহারা এই সুযোগ গ্রহণ করিতে চান অতি সত্বর অর্ডার দিন।

প্রাপ্তিস্থান—
৪ নং বক্সীবাজার রোড,
ঢাকা।

জাফরুল্লা খান

কায়েদে আজম ও কায়েদে মিল্লাতের একান্ত বিশ্বস্ত ও রাষ্ট্রানুগত সহচর পাক পররাষ্ট্র সচিব জনাব মোহাম্মদ জাফরুল্লা খান চৌধুরী নীতিবিদ এবং দুর্নীতি হইতে মুক্ত বলিয়া পাকিস্তানীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া আসিতেছেন। এই আদর্শ নিষ্ঠাই হয়ত তাহার কাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা দীর্ঘ দিন যাবৎ একটি গুজব শুনিয়া আসিতেছি যে তাঁহাকে মন্ত্রিসভা হইতে অপসারণের এক ভয়ানক ষড়যন্ত্র চলিয়াছে। আরেক ভয়ানক ষড়যন্ত্রে কায়েদে মিল্লাত আত্মাহুতি দিবার পর প্রধান মন্ত্রী পদে জাফরুল্লা খান বরিত হইবার সম্ভাবনায় এই ষড়যন্ত্র না কি আরও ব্যাপক হইয়া পড়ে? বর্ত্তমানে ইহা চরম সীমায় পৌছিয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া যাইতেছে।

জাফরুল্লা খান আহম্মদী বলিয়া তাঁহার শত্রু পক্ষ মুসলমানের ধর্ম্ম বিশ্বাসকে উত্তেজিত করিয়া কুপথে নাকি প্রয়োগ করিতেছে? চিরকালই এমন হইয়াছে। শেরেখোদা হজরত আলী (করঃ), হজরত হোসাইনের (রাজিঃ) ন্যায় সত্যের সাধক, ধারক ও বাহকদিগকে বিত্তশালী ষড়যন্ত্রীরা কাফের (নাউঃ) পর্য্যন্ত বলিয়াছে। সে যাহাই হউক, কিছু দিন আগে আহম্মদী বা কাদিয়ানীদিগের এক সভা পণ্ড করিবার জন্য গুণ্ডা নিযুক্ত করিয়াছিল, মুসলমানের ধর্ম্মান্ধতাকে নিজেদের কাজে লাগাইতেছিল। তাহার প্রচার করিতেছে যে, কাদিয়ানীরা মুসলমান নয়, কাদিয়ানীকে অমুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলিয়া ঘোষণা করা হউক, জাফরুল্লা খানকে পদচ্যুত করা হউক, ইত্যাদি অনেক প্রকার প্রস্তাবই সভা সমিতি করিয়া পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হইতেছে। তজ্জন্য পূর্ব্ববঙ্গ হইতেও নাকি মোল্লা মৌলভী আমদানী করা হইয়াছে।

এই কি আবার যাত্রা শুরু হইল নাকি? সাম্য, মৈত্রী স্বাধীনতার উপাসক-দিগের মধ্যে যে সঙ্কীর্ণতা, পরমত অসহিষ্ণুতা যে দিন পবিত্র উদার ইসলামে প্রবেশ করিল সেই দিন হইতে ইস্‌লামের অধঃপতন আরম্ভ হইল। শুধু কাদিয়ানী সংখ্যালঘু অমুসলমান হইবে কেন? শিয়ারা অমুসলমান হইবে সকলের আগে, তারপর খারেজী, রাফেজী, মোতাজেলী, সুফি, লা-মুজাহাবী, মজহাবী, আবার চার মজহাব, ইহার মধ্যে একটিকে রাখিয়া অন্য সবগুলিকে সংখ্যালঘু অমুসলমান সম্প্রদায় করিতে হইবে? কোন্‌টি খাঁটি মুসলমান, কোন মত বহাল রাখিলে বেশী করিয়া দুর্নীতি চালান যাইবে, চোরাকারবারী, ঘুষখুরী আশ্রিত পালন, সজনতোষণ, কণ্ট্রাক্টরী পোষণ ছাড়াও শত অনাচার অবিচার করিলেও জনগণ কথা বলিবে না, কোন মত পোষণ করিলে তেমন একটি ধর্ম্ম বাহির করা কর্ত্তব্য। তেমন মত চালু করিতে হইলেও আরও মজবুত অর্ডিনান্স দরকার হইবে। কেহ যদি হজরত আবুবকর, হজরত ওমর (রাজিঃ) হজরত ওসমানের (রাজিঃ) রাজ্য শাসননীতির আলোচনা করে, আবার কেহ হজরত আলী, (করঃ) হজরত মাবিয়ার (রাজিঃ) রাজ্য শাসননীতির সমালোচনা করিয়া বসিতে পারে। এজিদ, হজরত হোসাইন বা দুর্নীতি পূর্ণ উমিয়া শাসনের কথা কেহ আলোচনা করিলে তাহার মুখ বন্ধ করিবার নিরাপত্তা আইনগুলি তৈয়ার রাখিতে হইবে। এইগুলি সুবিধাবাদীদিগকে আরও সুবিধা দিবার জন্য ত? ধর্ম্মান্ধতাকে তা দিয়া পাকিস্তানের সর্ব্বনাশ যাহারা ডাকিয়া আনিতেছে, ন্যায়নীতি বর্জ্জন দিয়া ধর্ম্মের নামে গুণ্ডাশাহীর যাহারা আমদানী করিতেছে তাহারা দিব্বি মোছে তা দিয়ে চলিতেছে ইহার প্রতিরোধ ও প্রতিকার করে কে?

[২৫শে জুলাই, ১৯৫২ ইং সালের "চাবী" হইতে]

ওহাবী ধৃষ্টতা

[২য় পৃঃ পর]

সম্বন্ধে মৌলানা আলকোরায়শী সাহেবের কি ফত্‌ওয়া? আর বিশ্বের সকল মুসলমানকে তিনি বেশ্যার পুত্র কুকুর ইত্যাদি বলিয়াছেন এই কথা তিনি কোথায় পাইলেন। হজরত মীর্জ্জা সাহেবের গ্রন্থাদি যদি মৌলানা সাহেব একটু মনযোগ দিয়া পাঠ করিতেন তাহা হইলে এরূপ অসত্য ভাষণ মৌলানা সাহেবের লিখনি হইতে বাহির হইত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। তিনি যে জনমতকে উত্তেজিত করিবার এরূপ ঘৃণিত প্রচেষ্টায় লিপ্ত হইবেন ইহাও আমাদের বিশ্বাসের বাহিরে। তবে কি তিনি অন্যের মুখে ঝাল খাইয়াছেন? মৌলানা আলকোরায়শী সাহেব যদি হজরত মীর্জ্জা সাহেবের গ্রন্থাদিতে এই রকম কথা দেখাইতে না পারেন তাহা হইলে মুসলমানদের মনে করা উচিৎ যে তিনি অন্যের নামে জগতের সকল মুসলমানকে এইসব গালি গালাজ শুনাইতেছেন।

৪। "স্যার ফ্রান্সিস মুডির কৃপায় কড়ির দামে এক বিরাট ভূখণ্ড অধিকার করিয়া বসিয়াছেন"। ইহার উত্তরে আমরা বলিব বিরাট ভূখণ্ড বলিতে কতখানি জমিন মৌলানা সাহেব মনে করিয়াছেন পরিমাণ বলিয়া দিলে বুঝা যাইত, কিন্তু মৌলানা সাহেব পরিমাণ বলেন নাই শত শত বৎসর হইতে ফসল উৎপাদনের ও আবাদীর অযোগ্য এক বালুকাময় মরুভমি যাহা কড়ি দিয়া কেহ কিনিতে প্রস্তুত ছিল না, এই রকম এক খণ্ড বে আবগিয়াহ পড়ো জমি মাত্র; আহমদিগণ যখন নিজেদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অজস্র অর্থ ব্যায় করিয়া কতকটা আবাদ অর্থাৎ গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে লাগিল তখন কোন কোন ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি অজ্ঞতা বশতঃ এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলে আহমদি জমাতের ইমাম ঘোষণা করিলেন যে যে কড়ির মূল্যে ইহা ক্রয় করা হইয়াছে সেই কড়িগুলি দিলে আহমদিগণ এই তথাকথিত বিরাট ভূমিখণ্ড ছাড়িয়া দিবেন, কিন্তু তখন কোন ব্যক্তিই এই কড়িগুলি দিয়া ইহা লইতে রাজী হইল না। তখনকার সাময়িক খবরের কাগজে এই কথা প্রকাশ হইয়া ছিল। মৌলানা আলকোরায়শী সাহেব না জানিয়াই যাহা লিখনিতে আসে লিখিয়া ফেলেন।

৫। "পাকিস্তানের রাজধানীর বুকে কাদিয়ানী উপনিবেশ কায়েম করিয়া তথায় তাহাদের খিলাফতের নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।" ইহাও আর একটা অসত্য কথা, মৌলানা আলকোরায়শী সাহেব না জানিয়াই এরূপ লিখিয়া ফেলিয়াছেন, করাচীতে আহমদিদের কোন উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

৬। "এই ভাবে তাহারা ভারত রাষ্ট্রের সহিতও যোগাযোগ বহাল রাখিয়াছে।" কাদিয়ানে ভারতীয় রাষ্ট্রে কতিপয় আহমদিদের বাস করার দরুণ যদি ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ বহাল রাখা হয় তাহা হইলে সহস্র সহস্র আহলে হাদিছ ভারত ও আসামে বিদ্যমান থাকার দরুণ কি মনে করিতে হইবে যে আহলে হাদিছগণ ভারত রাষ্ট্রের সহিত যোগাযোগ বহাল রাখিয়াছে? মৌলানা এই কথাটিও ভাবিয়া বলেন নাই।

৭। "কাদিয়ানীরা পাকিস্তান আন্দোলনের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং তাহাদের খলিফা ভবিষ্যদ্বানী করিয়া রাখিয়া ছিলেন যে অচীরেই পাকিস্তান ধ্বংশ লাভ করিবে।" ইহাও আলকোরায়শী সাহেবের আর একটি অসত্য কথা, পাকিস্তান লাভের জন্য আহমদিগণ যে ভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন এমন কি স্বয়ং হজরত খলিফাতুল মসীহ দিল্লী যাইয়া রাত্রি দিন খাটিয়াছেন তাহা তখনকার নেতাগণের কাহারও অবিদিত নাই, স্বয়ং কায়েদে আজম কায়েদে মিল্লাত ভূপালের নবাব গয়রহুম সকল নেতাগণই অবগত আছেন যে কাহাদের অবিশ্রান্ত খাটুনি কায়েদে আজমের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল, কায়েদে আজম ও কায়েদে মিল্লাত এখন জীবিত নাই ভূপালের নওয়াব এবং তখনকার অন্যান্য অনেক নেতা এখনও জীবিত আছেন। আলকোরায়শী সাহেবের এইরূপ

সিদ্ধান্ত পাঠ করিলে তাহারা হাসিবেন না কাদিবেন ? মৌলানা আলকোরায়শী সাহেব হয়ত আহরারীদের যাহারা পাকিস্তান লাভ করিবার পূর্ব্ব মূহুর্ত্ত পর্য্যন্ত কংগ্রেসের পক্ষ হইয়া পাকিস্তান লাভের বিরোধিতা করিয়াছে এবং পাকিস্তান লাভ করিবার পরক্ষণই পাকিস্তান ভক্তের ছদ্মবেশে পাকিস্তানকে ধ্বংশ করিবার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার গৃহ বিবাদ সৃষ্টি করিবার চেষ্টায় লিপ্ত, তাহাদেরই কথার উপরে আস্থা স্থাপন করিয়া এরূপ অসত্য কথা লিখিয়া ফেলিয়াছেন।

৮। "কিছুদিন পুর্ব্বে করাচির নূতন কাদিয়ানী উপনিবেশ রাবওয়ায় তাহাদের একটি সভার অধিবেশন হয়।" তরজমানুল হাদীছের মত সুপ্রসিদ্ধ একটা মাসিক পত্রিকার সম্পাদকের পক্ষে এরূপ সংবাদ সরবরাহ করা হইলে সংবাদ পত্রের আর ইজ্জত থাকে না। ইহা পাঠ করিয়া সত্যই মনে পড়িল।

"চে খোশ গুপ্ত ছাদী দর জুলেখা—
আলা ইয়া আই উহা ছাকী আদের কাছান উনা বিলহা" মাননীয় তরজমানুল হাদীছের সম্পাদক মৌলানা আলকোরায়শী সাহেব অবগত নহেন যে রাবওয়া স্থানটি করাচিতে নহে, এমন কি সিন্ধু প্রদেশেও নহে; রাবওয়া পাঞ্জাবের অন্যতম জিলা ঝঙ্গে সরগোদা ও লায়েলপুরের মধ্যবর্ত্তি স্থানে অবস্থিত। আর আহমদিদের যে সভার কথা আলকোরায়শী সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা রাবওয়াতে হয় নাই, হইয়াছিল করাচির জাহাঙ্গীর পার্কে যে কোন দৈনিক পাঠ করিলে মৌলানা সাহেব জানিতে পারিতেন।

"কাফা বিল মার-এ কাজেবান আইয়ার বিয়া বিকুল্লে মা ছামেয়া," আমাদের আলেম সমাজের পক্ষে জ্ঞাতব্য বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়াই কথা বলা উচিৎ। অবশেষে মৌলানা আলকোরায়শী সাহেবকে ধন্যবাদ জানাইতেছি যে তিনি দুই একটি সত্যকথা বলিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। "আমরা বিশ্বাস করি যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের আইন শৃংখলা ও ভদ্রতার সীমানার ভিতর থাকিয়া স্ব স্ব ধর্ম্মমত প্রচার করিবার অধিকার আছে।" "স্যার জাফরুল্লা খানের পদচ্যুতির দাবী সম্বন্ধে আমাদের ধারনা যে শাষনতন্ত্রের মূল নীতি নির্দ্ধারিত না হওয়া পর্য্যন্ত এই দাবী নিয়মতান্ত্রিক নয়।

ইসলামে নবুয়ত

[১ম পৃঃ পর]

অর্থাৎ অভিশপ্ত জাতি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে মুসলমান জাতি 'খায়রুল ওমাম' বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া দাবী রাখিয়াও আল্লাহতায়ালার এই শ্রেষ্ঠতম কল্যাণ হইতে নিজদিগকে বঞ্চিত থাকিবার আশা পোষণ করে এবং হজরত মোহাম্মদ (সঃ) এর আবির্ভাবে এই রহমত চিরতরে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করে।

নবী শব্দের অর্থ

প্রকৃত কারণ এই যে নবী এবং রছুল শব্দের যথার্ত অর্থ না বুঝার জন্য এই ভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদাহ মিশরের বিখ্যাত মুফতি তাঁহার তফসিরুল কোরাণেল হাকিম ৯ম খণ্ডে ২২৫ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন নবী শব্দের অভিধানিক অর্থ করিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন যে নবী শব্দ নবা ধাতু হইতে উৎপত্তি হইয়াছে এবং নবা শব্দের অর্থ কোন বিরাট বার্ত্তা যদ্বারা মহত্ত ও উচ্চ আসন প্রকাশ পায়। তিনি আরও বলিতেছেন নবী ও রছুল উভয় শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নবী এবং রছুল আল্লাহর আদেশে এবং স্বীয় আমল দ্বারা দীন প্রচার করেন।

ইহা ছাড়া তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বহু আল্লামা যথা—"আল্লামা রাগেব ইসফাহানী" তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'মুফরাদাতে রাগেবে' বলিতেছেন—নবী তাঁহাকেই বুঝাইয়া থাকে, যিনি আল্লাহতায়ালার নিকট হইতে কালাম পাইয়া লোকের নিকট বহু সংবাদ পৌছাইয়া থাকেন এবং সেই সকল সংবাদ মানবের জন্য বিরাট মঙ্গলপ্রদ ও উন্নতির কারণ হইয়া থাকে। এইরূপে কোরাণ ও হাদীস হইতে প্রমাণিত হয় যে দুইপ্রকার নবী বা রছুল আগমণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ শরীয়তওয়ালা নবী বা রছুল এবং শরীয়ত বিহীন নবী বা রছুল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হজরত মুসার (আঃ)এর শরীয়ত পালনের জন্য বরাবর নবী বা রছুল আগমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কোন স্বতন্ত্র শরীয়ত ছিল না। পবিত্র কোরাণে আছে—আমি তওরাত কেতাব নাজেল করিয়াছি, যাহার মধ্যে হেদায়েত এবং নূর রহিয়াছে এবং তদ্বারা বহু নবী বিচার (?) করিতেন। এই আয়াত দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তৌবাতের শরীয়ত অর্থাৎ ধর্ম্মবিধান মতে আদেশ করিবার জন্য বহু নবীর আবির্ভাব হইয়াছে, যাহাদের নিজের কোন ধর্ম্ম-বিধান বা শরীয়ত ছিল না।

আল্লামা মোহাম্মদ আব্দাহ ও তাঁহার প্রসিদ্ধ "তফসীরুল কোরানিল হাকীম" এই আয়াতে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া লিখিতেছেন—প্রত্যেক ওয়'হির সহিত কোন কেতাব বা নতুন শরীয়ত নাজেল হওয়ার আবশ্যক হয় না, যে শরীয়ত দ্বারা বিচার সাধিত হয়। পরন্ত এইরূপ ওহীপ্রাপ্ত ব্যক্তি পূর্ব্ববর্ত্তী শরীয়তধারী নবীর সম্পূর্ণ অধীন হইয়া থাকে। যেমন বনী ইস্রায়ীলী রসুলগণ তওরাৎ কেতাবের সম্পূর্ণ অধীন ছিলেন। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে নবী বা রসুল মাত্রকেই কোন নতুন শরীয়ত আণয়ন করার প্রয়োজন হয় না এবং শরীয়ত ছাড়া যে সকল নবী ও রসুল আসেন তাঁহারা শুধু তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী শরীয়তের অনুসরণ করিয়া থাকেন।

হজরত মীর্জ্জা গোলাম আহমদ (আঃ) তাঁহার "তাজাল্লিয়তে ইলাহিয়া" নামক পুস্তকে বলিতেছেন, "এখন মোহাম্মদী নবুয়ত ব্যতিরেকে আর সমস্ত নবুয়তের দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নব বিধান লইয়া আর কোন নবী আসিতে পারেন না, পূর্ব্ববিধানের অনুবর্ত্তী নবী আসিতে পারেন, কিন্তু তাহাকে হজরত মোহাম্মদ (সঃ) এর অনুগামী হইতে হইবে। তদনুযায়ী আমি একাধারে হজরত মোহাম্মদ (সঃ) এর উম্মত এবং নবী। আমার নবুয়ত অর্থাৎ ঐশী বানী লাভ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর নবুয়তের প্রতিবিম্ব স্বরূপ। তাঁহার নবুয়তকে বাদ দিয়া আমার নবুয়তের কোন অস্তিত্ব নাই। ইহা সেই............ মোহাম্মদী নবুয়ত যাহা আমার মধ্যে পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে। যেহেতু আমি প্রতিবিম্ব স্বরূপ এবং উম্মতি, সেই জন্য ইহাতে হজরত (দঃ) এর কোন সম্মান হানি হয় না। —(তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া, পৃঃ ....২২)।

পবিত্র কোরাণের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এইরূপ নবীর আগমণের প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হজরত রছুলে করিম ছাল্লাহে ওয়াআলাইহেছাল্লামের পরেও সংস্কারক নবী আসিবার কথা রহিয়াছে।

কোরাণ হইতে নবীর আগমণের প্রতিশ্রুতি

—১ম দলিল

"হে আদম সন্তানগণ নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের নিকট রছুলগণ আসিবেন, আমার নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করিবেন ফলতঃ যাহারা (সত্য সত্যই) তক্ওয়া করিবে এবং নিজকে সংশোধন করিবে তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহাদিগকে দুঃখ পাইতে হইবে না। এই আয়াতের পুর্ব্বাপর লক্ষ্য করিলে অতি পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, আল্লাহতায়ালা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এর সঙ্গে কালাম করিতে মানব জাতিকে সম্বোধন করিয়া উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন, রছুলগণের আগমণের ভবিষ্যদ্বানী করিয়া এবং এই আয়াতে ইহাও বুঝা যায় যে, ভবিষ্যতে যে রছুলগণ আসিবেন তাঁহারা সংস্কারক রছুল হইবেন। ইমাম জালালুদ্দিন ছাইওতি তাঁহার প্রসিদ্ধ তফছীর "ইত্কান"এ লিখিয়াছেন—"এই আয়াতে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়কালের লোকগণকেই সম্বোধন করা হইয়াছে।

"আল্লাহতায়ালা ফেরেস্তা ও মানুষের মধ্য হইতে রছুল পাঠাইবেন বা পাঠাইতে থাকিবেন"। এই আয়াতে অতি পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় যে, ফেরেস্তাও মানুষ হইতে রছুল নির্ব্বাচিত করিবার আল্লাহতায়ালার যে অটল নিয়ম রহিয়াছে তাহা বন্ধ হইয়া যায় নাই, বরং এই চিরপ্রচলিত পবিত্র নিয়ম ভবিষ্যতের জন্যও খোলা রহিয়াছে। হজরতের পর যদি এই সনাতন নিয়ম বন্ধ হইয়া যাইত তাহা হইলে এখানে আল্লাহতায়ালা 'মোজারে' অর্থাৎ বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য যে কাল ব্যবহৃত হয় তাহা ব্যবহার করিতেন না। কোরাণে অন্যত্র আছে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে আল্লাহতায়ালা তাঁহার রছুলগণের মধ্যে হইতে জগতের হেদায়াতের জন্য মনোনীত করিয়া থাকেন। ভবিষ্যতে যদি রছুল না আসেন, তাহা হইলে এই আয়াতে "ইয়াজতাবী" অর্থাৎ মনোনীত করেন বলা সমীচীন হয় না। কারণ "ইয়াজতাবী" "মুজারিয়া" শব্দ ও ইহাদ্বারা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় কালই বুঝায়।

"যাহারা আল্লাহ ও এই রছুলের (আঁ হজরতের) অনুগত তাহারই ঐ লোকদিগের মধ্যে গণ্য হইবেন, যাহাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়াছেন (অর্থাৎ) তাঁহারা নবী সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহগণের অন্তর্ভুক্ত হইবেন এবং তাহারই পরস্পর পরস্পরের উত্তম সঙ্গী অর্থাৎ বন্ধু"।

কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে উপরোক্ত আয়েতে মায়া শব্দের অর্থ শুধু সঙ্গ লাভ এবং উম্মতে মোহাম্মদীয়া শুধু নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহ্ (সাধু) গণের সঙ্গ লাভ করিবে, কিন্তু নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহ হইতে পারিবে না। ইহার উপর জিজ্ঞাসা এই যে আঁ হজরতের উম্মতের মধ্যে কি কেহ প্রকৃত শহীদ, সিদ্দিক ও সালেহ হইতেও পারিবেন না? বস্তুতঃ আঁ হজরতের উম্মতের মধ্যে যে সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহ হইয়া আসিয়াছেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সুতরাং আঁ হজরতের উম্মতের মধ্যে একজনও নবী হইবেন না কেন? নিশ্চয়ই হইবে। তাঁহারা যদি সাধু হইতে পারেন তবে সিদ্দিক হইবেন না কেন? বস্তুতঃ আঃ হজরতের উম্মতের মধ্যে উপরোক্ত পদমর্য্যাদার অধিকারী উম্মতের বিশিষ্ট লোকগণ হইয়া গিয়াছেন, তবে নবী হইবেন না কেন?

এইক্ষণ কোরাণের নিম্নলিখিত আয়েতগুলিতে মায়্ শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা দেওয়া গেল।

যথা :— কুনুমায়াছ্ছাদেকীন—"সত্যবাদিদের অন্তর্গত হও।"
তাওফ্ফানা মায়াল আবরার—"সত্য লোকদের অন্তর্গত করিয়া আমার মৃত্যু দিও" ইত্যাদি।

এইভাবে পবিত্র কোরাণের বহু আয়াত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে যদ্বারা উম্মতে মোহাম্মদীয়া আঁ হজরতের (সঃ) পরেও গয়ের তশরিয়ী নবীর ভবিষ্যৎ আগমণ প্রমাণিত হইয়া থাকে।

হাদীসে নবীর আগমণ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবানী

সকল মুসমানগণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে আখেরে জমানায় উম্মতে মোহাম্মদীয়াতে এস্লাহের জন্য মসীহ নাসেরী আলায়হেচ্ছালামের আবির্ভাব হইবে এবং তাঁহাকে নবী আল্লাহ বলিয়া সহি মুসলেমের হাদীসে স্বয়ং আঁ হজরত (সঃ) চারিবার উল্লেখ করিয়াছেন।

(মেশকাত পৃঃ ৪৭৪)

আল্লামা এমাম জালাল উদ্দিন সিউতি হজরত ঈছা (আঃ) এর নবুয়ত সম্বন্ধে বলিয়াছেন—যে বলিবে তিনি (ঈছা আঃ) নবী হইবেন না, সে পাক্কা কাফের।

ভারতের বিখ্যাত আলেম আল্লামা আবদুল হাই সাহেব লোখনবী তাঁহার "দাফেউল্ ওয়াস্ওয়স্" নামাক কেতাবে ২৮ পৃঃ লিখিয়াছেন যে—হজরত ঈছা (আঃ) আখেরি জমানাতে যখন আসিবেন আঁ হজরতের শরীয়ত পালন করিবেন, সম্মানীত নবীও হইবেন, তাঁহার নবুয়ত পদের কোনই ব্যতিক্রম হইবে না।

(ক্রমশঃ)

[সকলবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। পাক্ষীক আহমদীর নাম উল্লেখ করিয়া ইহা হইতে উদ্ধৃত করিতে পারে না]

Printed at the AHMADI PRESS and Published by Mvi. Anwarul Haque
from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca. Editor, G. S. Khadim, B. L.